জাহাজে ভরে জঙ্গিদের কোথাও পাঠিয়ে দিন

আহসান কবির

এক. মতিউর রহমান নিজামী। হালে বিএনপির জন্য নাকি তিনি সবচেয়ে বেশি দামি। তাকে বা জামায়াতকে হারানো মানে আগামী নির্বাচনে বিএনপির নিশ্চিত ভরাডুবি। সরকার তাই সব করতে রাজি, জামায়াতকে ছাড়তে রাজি নয়। তপন চৌধুরীর হিট গানটা যে কেউ শুনতে পারেন। 'আমি সব কিছু ছাড়তে পারি, তোমাকে ছাড়তে পারবো না! আমি দেবদাস হতে পারবো না...'

সরকারি দল থেকে বহিষ্কার হয়ে মি. আবু হেনা এখন রাজনৈতিক দেবদাস! তাকে নিয়ে দামি কথাটা বলেছেন সেই মতিউর রহমান নিজামীই। কথাটি এমন- ওনার অঞ্চলে কথিত বাংলা কিংবা জেএমবির কর্মকান্ড ইদানীংকাল নয়, গত দু-তিন বছর ধরে নাকি চলে আসছিল। এই দু-তিন বছর তিনি কোথায় ছিলেন? এখন কেন মুখ খুলছেন?

নিজামী সাহেব অবশ্য 'বাংলা ভাই'-এর অস্তিত্ব এতদিন স্বীকার করতেন না। বার বার বলে আসছিলেন 'বাংলা ভাই নাকি মিডিয়ার সৃষ্টি।' এখন? গত দু-তিন বছর নীরব থেকে তিনিও বা এখন কেন মুখ খুলছেন?

আবু হেনা সাহেবকে নিয়ে মিডিয়া অবশ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল ওনার পক্ষে লিখছে। অন্যদল বিপক্ষে। কেউ লিখছে পরের বার দলীয় টিকেট পাবেন না বিধায় আওয়ামী টিকেটের আশায় হেনা সাহেব এখন এসব বলছেন। আওয়ামী লীগ না হোক, বিকল্পধারা তো আছেই। তার বহিষ্কার আদেশ শুনে এলাকায় আনন্দ মিছিল হয়েছে।

বিপক্ষ দলের ভাষ্য, সত্যি কথা বলার কারণে হেনা সাহেবের এই দুর্গতি হলো। তার বহিষ্কারাদেশের খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী 'ক্ষোভ মিছিল' করেছে। আবু হেনা যা বলেছেন তা সত্যি। এই জামায়াত-জেএমবি-শায়খ রহমান-বাংলা ভাইয়ের বদনাম নিয়েই একদিন বিএনপিকে পিছু হটতে হবে!

মধ্যখান থেকে জানা গেছে, রাজশাহীর বাগমারার ঐ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের শক্ত এবং গ্রহণযোগ্য প্রার্থী রয়েছেন এবং তিনি দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতি করে আসা লোক, যার নাম সর্দার আমজাদ। বিএনপি অবশ্য আগামী নির্বাচনে ঐ আসনে জামায়াতের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। এ ছাড়া মি. হেনার বিরুদ্ধে অন্তত একটি শক্ত মামলা ছিল যেটি সরকার রাজনৈতিক মামলা বিবেচনায় উঠিয়ে নেবার পর তিনি এখন সরব হয়েছেন।

ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দেবদাস থেকে এক সময় তার 'বলি' হয়ে যাবার সম্ভাবনাই নাকি প্রবল।

সাবেক আমলা হেনা সাহেবের নিশ্চয় বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর সত্যবাদিতার ঘটনা জানা। সেই যে পথিমধ্যে তাকে ডাকাত ধরেছিল। তার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে ফিরে যাবার সময় নাকি বড়পীর নিজেই বলেছিলেন, 'জামার ভেতরে মা ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করে দিয়েছেন, শুধু সেগুলোই আছে! এরপর ডাকাতরা বড়পীরের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে তার কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

দুই. আগে বিদেশী পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট বেরিয়েছিল। সরকার সেসব নাকচ করে দিয়ে বলতো দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এসব করা হচ্ছে। এরপর শাহরিয়ার কবিরসহ বিদেশ থেকে আসা সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারও করা হয়। তখনও সরকার বলে আসছিল বাংলাদেশ উদারনৈতিক মুসলিম দেশ। এখানে জঙ্গিবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এসব বিদেশী মিডিয়া ও দেশীয় কিছু গাদ্দার, ষড়যন্ত্রকারী আর অদেশপ্রেমিকের গর্হিত কাজ। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এখন ইমাম সম্মেলনে বলেছেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে ওরা কোন ইসলাম কায়েম করতে চায়? আর মতিউর রহমান নিজামী বলছেন, সন্ত্রাসী জঙ্গি ও বোমাবাজরা ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক! তার মানে বোমাবাজ জঙ্গিরা এ দেশেই আছে?

তাহলে আদের প্রশ্রয় দিচ্ছে কারা? আবু হেনা অবশ্য ডাক ও তার মন্ত্রীর কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। খুলনার এমপি হুইপ আশরাফও কিন্তু জামায়াতকে দায়ী করেছেন। বাংলা ভাইকে সরাসরি প্রশ্রয় দেয়া নিয়ে মিডিয়াতে উত্তরবঙ্গের দুই প্রতিমন্ত্রীকে মিডিয়াগুলো বহুদিন ধরে সমালোচনা করে আসছিল। একজন তো ইদানীংকালে আবার সাংবাদিক হেনস্তার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় যে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিএনপির আরো জনাবিশেক এমপি নাকি জামায়াত ও জঙ্গি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না। কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদও অবশ্য মুখ খুলেছেন। এই জনাবিশেক এমপি কী কোনোদিন আবু হেনার মতো উচ্চকণ্ঠ হতে পারবেন? সত্যি সত্যি যদি কোনোদিন অন্তত ১৫ জন এমপি এমন করে বসেন তাহলে কী ঘটবে?

কিছুই নাকি ঘটবে না। বিএনপির একজন নেতা তো এরশাদ আমলের সেই পরিচিত ডায়ালগটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিশাল জাহাজ থেকে এক-দুটো ইঁদুর সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লে জাহাজের কিছু হয় না। ইঁদুরদের ভরাডুবি হয়। একটি বিদেশী পত্রিকায় একবার রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, আফগান থেকে তালেবানরা জাহাজে করে এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নেমেছিল। তখন সরকার তীব্রভাবে এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করেছিল। এখন মনে হচ্ছে, দেশে যতো জঙ্গি আছে, জাহাজ ভর্তি করে তাদের আবার অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারের মদদপুষ্ট হয়ে জঙ্গিরা এ দেশের সব সম্ভাবনাকে বোমাবিদ্ধ করে ছাড়ুক। কেউ কী এটা চাইবে?